শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল

কিয়ামুল লাইল

সমর্পণ

Scanned by CamScanner

কিয়ামুল লাইল

Scanned by CamScanner

কিয়ামুল লাইল

শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল

সমর্পণ
প্রকাশন

Scanned by CamScanner

সমর্পণ প্রকাশন

কিয়ামুল লাইল

গ্রন্থস্বত্ব © সংরক্ষিত ২০১৮

ISBN : 978-984-34-4769-2

প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০১৮

অনুবাদ কৃতজ্ঞতা : সুবুত টিম
সম্পাদনা : জাকারিয়া মাসুদ

মুদ্রণ ও বাঁধাই :
বই কারিগর, ০১৯৬ ৮৮ ৪৪ ৩৪৯

অনলাইন পরিবেশক :
রকমারি.কম, ওয়াফি লাইফ

মূল্য : ৪৭ টাকা

প্রকাশক : রোকন উদ্দিন

সমর্পণ প্রকাশন

৩৪, মাদরাসা মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা।

+৮৮ ০১৭৭৯ ১৯ ৬৪ ১৯

facebook.com/somorponprokashon

Scanned by CamScanner

লেখক পরিচিতি

শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীলের জন্ম যুক্তরাষ্ট্রে। বাবা শাইখ মূসা জিবরীল মদীনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন বলে আহমাদ মূসা জিবরীল শৈশবের বেশ কিছু সময় মদীনায় কাটান। সেখানেই এগারো বছর বয়সে তিনি কুরআন হিফয সম্পন্ন করেন। *বুখারি* ও *মুসলিম* মুখস্থ করেন হাইস্কুল পাশ করার আগেই। শাইখ আহমাদ যুক্তরাষ্ট্র থেকে ১৮৮৯ সালে হাইস্কুল পাশ করেন এবং কৈশোরের বাকি সময়টুকু সেখানেই কাটান। পরবর্তীকালে তিনি *বুখারি* ও *মুসলিম*-এর সনদ মুখস্থ করেন। এরপর কুতুবুস সিত্তাহর বাকি চারটি গ্রন্থও মুখস্থ করেন। শাইখ আহমাদও তাঁর বাবার মতো মদীনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শারীআর ওপর ডিগ্রি নেন। এরপর যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে জুরিস ডক্টর ডিগ্রি ও আইনের ওপর মাস্টার্স ডিগ্রি সম্পন্ন করেন।

শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল বহু আলিমের কাছ থেকে ইলম অধ্যয়ন করেন। আঠারো বছর বয়স হবার আগেই তিনি তাঁর বাবার কাছে ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা ﵀-এর পুরো *মাজমুয়ুল ফাতাওয়া* (৩৭ খণ্ডে সমাপ্ত), ইমাম ইবনুল কাইয়িম ﵀-এর কিতাব ও ইমাম ইবনু হাযম ﵀-এর *আল-মুহাল্লা* (১১ খণ্ডে সমাপ্ত) পড়ে ফেলেন। আহমাদ মূসা জিবরীল শাইখ ইবনু উসাইমিন ﵀-এর তত্ত্বাবধানে অনেকগুলো

Scanned by CamScanner

কিতাবের অধ্যয়ন সম্পন্ন করেন, তিনি তাঁর কাছ থেকে অত্যন্ত বিরল তাযকিয়াও লাভ করেন। শাইখ বকর আবূ যায়িদ ﵀-এর সাথে একান্ত দারসে তিনি ইমাম ও মুজাদ্দিদ শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব ﵀ ও শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা ﵀-এর কিছু কিতাবও অধ্যয়ন করেন। শাইখ মুহাম্মাদ মুখতার শানকিতি ﵀-এর অধীনে চার বছর পড়াশোনা করেন এবং আল্লামা হামুদ বিন উকলা শুয়াইবি ﵀-এর অধীনেও অধ্যয়ন করেন, তাঁর কাছ থেকে তাযকিয়াও লাভ করেন।

তিনি তাঁর বাবার সহপাঠী শাইখ ইহসান ইলাহি জহির ﵀-এর অধীনেও পড়াশোনা করেছেন। শাইখ ইহসান আমেরিকায় কিশোর শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীলের সাথে পরিচিত হবার পর চমৎকৃত হয়ে তাঁর বাবাকে বলেন, 'ইন শা আল্লাহ আপনি একজন মুজাদ্দিদ গড়ে তুলেছেন।' তিনি আরও বলেন, 'এই ছেলেটি তো আমার বইগুলো সম্পর্কে আমার চেয়েও বেশি জানে।'

'আর রাহিকুল মাখতুম'-এর লেখক শাইখ সফিয়ুর রহমান মুবারাকপুরি ﵀-এর অধীনে শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল দীর্ঘ পাঁচ বছর অধ্যয়ন করেন। এ ছাড়াও তিনি অধ্যয়ন করেন শাইখ মুকবিল, শাইখ আবদুল্লাহ গুনাঈমান, শাইখ মুহাম্মাদ আইয়ূব এবং শাইখ আতিয়াহ সালিম রহিমাহুমুল্লাহ-এর অধীনে। শাইখ আতিয়াহ সালিম ছিলেন আল্লামা মুহাম্মাদ আমিন শানকিতি ﵀-এর প্রধান ছাত্র, শাইখ শানকিতি ﵀-এর ইন্তিকালের পর তাঁর প্রধান তাফসিরগ্রন্থ *'আদওয়ায়ুল বায়ান'*-এর কাজ তিনিই শেষ করেন। আহমাদ মূসা জিবরীল শাইখ আবদুল্লাহ বিন বায ﵀-এর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহচর শাইখ ইবরাহীম হুসাইন ﵀-এরও ছাত্র ছিলেন। 'আল-লাজনাহ আদ-দাইমাহ লিল বুহুসিল ইলমিয়াহ ওয়াল ইফতা'—*Permanent Committee for Islamic Research and Issuing Fatwas*—এর প্রথম দিকের সদস্য শাইখ আবদুল্লাহ কাওদ ﵀-এর সাথে শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল হাজ্জ করার সুযোগ লাভ করেন। এ ছাড়া দুই পবিত্র মসজিদের রক্ষাণাবেক্ষণ কমিটির প্রধান শাইখ সালিহ হুসাইনের অধীনেও তিনি অধ্যয়নের সুযোগ পান।

আহমাদ মূসা জিবরীল মুহাদ্দিস শাইখ হামাদ আনসারি ﵀-এর অধীনে হাদীস অধ্যয়ন করেন এবং তাঁর কাছ থেকেও তাযকিয়া লাভ করেন। তিনি শাইখ আবূ মালিক মুহাম্মাদ শাকরা ﵀-এর অধীনেও অধ্যয়ন করেন। শাইখ আবূ মালিক ছিলেন শাইখ আলবানি ﵀-এর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। শাইখ আলবানি ﵀ শাইখ আবূ মালিককে তার জানাযার ইমামতি করার জন্য অসিয়ত করে যান। শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল, রবি মাদখালির জামাতা শাইখ মূসা কারনিরও ছাত্র। কুরআনের

Scanned by CamScanner

ব্যাপারে তিনি শাইখ মুহাম্মাদ মাবাদ ও অন্যান্যদের কাছ থেকে ইজাযা-প্রাপ্ত হন। শাইখ মূসা জিবরীল ও শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীলের ইলম থেকে উপকৃত হবার জন্য শাইখ বিন বায ﷺ আমেরিকায় থাকা সউদি ছাত্রদের উৎসাহিত করেন। শাইখ বিন বায ﷺ-এর মৃত্যুর তিন মাস আগে শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল তাঁর কাছ থেকেও তাযকিয়া লাভ করেন। শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীলের ব্যাপারে মন্তব্য করার সময়ে শাইখ বিন বায ﷺ তাঁকে 'শাইখ' হিসেবে সম্বোধন করে বলেন, তিনি তাঁর সুপরিচিত এবং উত্তম আকীদা পোষণ করেন।

শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল বর্তমানে আমেরিকায় বসবাসরত।

Scanned by CamScanner

তাহাজ্জুদ

আমাদের আলোচনার মূল বিষয়টা হলো, রমাদানের পরও পুরোটা বছর কীভাবে আমলের ওপর থাকা যায়, রমাদানের পরও একজন মুসলিম কীভাবে নেককার থাকতে পারবে, এ নিয়ে।

এই আমলটির ব্যাপারে উম্মাহর অধিকাংশের ধারণা এমন যে, এটি কেবল রমাদানেরই বিশেষ বৈশিষ্ট্য। অথচ তা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত যার মাধ্যমে একজন মুসলিম বুঝতে পারে—সে সত্যিই আল্লাহকে ভালোবাসে কি না, অথবা আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন কি না। আর এই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাতটি হলো কিয়াম ও তাহাজ্জুদ। রমাদানে একে তারাবী বলা হয়।[১] এ হলো নেককারদের পাঠশালা। কিয়াম ও তাহাজ্জুদ হলো মুমিনের প্রশান্তি। কেউ যখন কোনো সমস্যায় পড়ে, তখন এই রাতের সালাত ও কিয়াম হয় তার সমস্যা সমাধানের মাধ্যম।

অনেক সময় দেখা যায়—যারা আল্লাহ, রাসূল ﷺ ও ইসলামকে ভালোবাসার দাবি করেন, তারা বিভিন্ন ওয়েবসাইটে তাদের সেই মনোভাব প্রকাশ করেন, ফেইসবুকে পোস্ট দেন। হয়তো তাদের গাড়ির বাম্পারেও (আই লাভ আল্লাহ, আই লাভ মুহাম্মাদ এ-জাতীয়) স্টিকার লাগান। তবে মানুষজন আল্লাহকে সত্যিই ভালোবাসে কি না, তা তাহাজ্জুদই নির্ধারণ করে দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

---

[১] তারাবী ও তাহাজ্জুদ একই সালাত কি না, এ ব্যাপারে আলিমদের মাঝে ইখতিলাফ রয়েছে।

Scanned by CamScanner

اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَآءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّقَآئِمًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَيَرْجُوْ رَحْمَةَ رَبِّهٖ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝

'(এ ব্যক্তির আচরণই সুন্দর, নাকি সে ব্যক্তির আচরণ সুন্দর) যে অনুগত, রাতের বেলা দাঁড়ায় ও সাজদা করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং নিজের রবের রহমতের আশা করে? এদের জিজ্ঞেস করো—যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি পরস্পর সমান হতে পারে? কেবল বিবেক-বুদ্ধির অধিকারীরাই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।'[২]

এখানে মূলত আল্লাহ তাআলা কিয়াম ও তাহাজ্জুদ আদায়কারীকে তাহাজ্জুদহীন ব্যক্তিদের সাথে তুলনা করতে নিষেধ করেছেন। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পর সর্বোত্তম সালাত হচ্ছে কিয়ামুল লাইল। তাহাজ্জুদ হলো شَرَفُ الْمُؤْمِنِ—মুমিনের সম্মান। কিয়াম ও তাহাজ্জুদ হাশরের মাঠের উজ্জ্বলতা। তাহাজ্জুদ কুরআনে বর্ণিত মুমিনদের বৈশিষ্ট্য; আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلَامًا ۝ وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ۝

'রহমানের (প্রকৃত) বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীর বুকে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং মূর্খরা তাদের সাথে কথা বলতে থাকলে বলে দেয়—তোমাদের সালাম। তারা নিজেদের রবের সামনে সাজদায় অবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে রাত কাটিয়ে দেয়।'[৩]

যারা সর্বশক্তিমান আল্লাহর সাথে একান্তে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করতে চায়, তাদের জন্য রাতের সবচেয়ে মূল্যবান সময় হচ্ছে তাহাজ্জুদ। সালাফদের পরিবারগুলোর দিকে তাকান, তাঁদের সাথে নিজেদের তুলনা করুন। আবূ হুরায়রা ﵁ রাতকে তিনটি অংশে ভাগ করতেন। একভাগ তিনি নিজে, একভাগ তাঁর খাদেম এবং এক ভাগ তাঁর স্ত্রী ইবাদাত করতেন। জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِنَّ مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ

'রাতের বেলা এমন একটি সময় আছে, যে সময় একজন মুসলিম আল্লাহর

[২] সূরা আয যুমার, (৩৯) : ৯ আয়াত।

[৩] সূরা আল ফুরকান, (২৫) : ৬৩-৬৪ আয়াত।

Scanned by CamScanner

কাছে উত্তম যা-ই চাইবে, আল্লাহ তাকে তা-ই দেবেন।'[৪]

আবূ হুরায়রা ﷺ-এর পরিবার আল্লাহর রহমতপ্রাপ্ত। উদাহরণ-স্বরূপ, তাঁদের যদি কোনো কিছুর প্রয়োজন হতো, তবে তিনি, তাঁর খাদেম ও স্ত্রী সবাই মিলে আল্লাহর কাছে চাইতেন; গোটা রাত তাঁরা ক্ষমাপ্রার্থনা, দুআ ও সালাতে কাটিয়ে দিতেন, একমুহূর্তও বাদ যেত না। আল্লাহ কি এই ডাকাডাকির প্রতি সাড়া দেবেন না?

আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

رَحِمَ اللهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ

'আল্লাহ তাআলা সেই পুরুষের ওপর সন্তুষ্ট হন, যে রাতের বেলা ঘুম থেকে জাগে ও ইবাদাত করে। তারপর সে তার স্ত্রীকে ডেকে দেয়, আর যদি সে উঠতে অস্বীকৃতি জানায় তা হলে মুখে পানির ছিটা দিয়ে তার ঘুম ভাঙায়।'

হাদীসের অপর অংশে বলা হয়েছে,

رَحِمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ

'সেই নারীর ওপর আল্লাহ সন্তুষ্ট হন, যে নিজে রাতে জাগে, ইবাদাত করে এবং স্বামীকে ডেকে দেয়। আর যদি সে উঠতে অস্বীকৃতি জানায়, তা হলে তার মুখে পানির ছিটা দিয়ে ঘুম ভাঙায়।'[৫]

কী মনোমুগ্ধকর একটি হাদীস! অনন্য একটি হাদীস! পরিবারের সবাই মিলে আল্লাহর ইবাদাত করতে এবং একে অপরকে এ জন্য উৎসাহ-প্রদান করতে এই হাদীস অনুপ্রাণিত করবে। একটি ভালোবাসাময় পরিবার, যেখানে স্বামী স্ত্রী কেউ কারও ওপর বলপ্রয়োগ করছে না। দুজনেই (সালাত আদায়ের জন্যে) ঘুম থেকে জাগতে চায়। তারা একে অপরকে আদর করে বলছে—প্রিয় আমার! আমি যদি আল্লাহর ইবাদাতের জন্য ঘুম থেকে না উঠতে পারি, তবে আমাকে পানির ছিটা

---

[৪] *সহীহ মুসলিম* : ১৮০৭।

[৫] *মুসনাদু আহমাদ* : ৭৪০৪; *সুনানু আবী দাউদ* : ১৩১০।

Scanned by CamScanner

দিয়ে জাগিয়ে দিয়ো। আমি কসম করে বলতে পারি, একজন স্বামী কিংবা স্ত্রী—কেউ যদি ইখলাসের সাথে প্রতিনিয়ত আল্লাহর জন্য এমনটা করতে থাকে, তবে তারা এ যাবৎকালের সবচেয়ে সুখী দাম্পত্য জীবনের অধিকারী হবে।

আপনার বিবাহিত জীবনে সমস্যা চলছে, তা হলে তাহাজ্জুদই সমাধান। আপনি ও আপনার স্ত্রী উঠুন। একটি পরিবারে স্বামী তার স্ত্রীকে ইবাদাতের জন্য পানির ছিটা দিয়ে ঘুম থেকে জাগাতে চায়, স্ত্রীও তার স্বামীকে এভাবে জাগাতে চায়, তা হলে এমন একটি পরিবারে কীভাবে কলহ-বিবাদ থাকতে পারে। এই ধরনের পরিবারের সন্তানদের বেড়ে ওঠার সাথে সালাহউদ্দিন আইয়ূবি ﵀ ও উমার ইবনুল খাত্তাব ﵁-এর সন্তানদের বেড়ে ওঠার মাঝে কি কোনো পার্থক্য থাকতে পারে? ভবিষ্যতে তাদের সন্তানদের ওপর এটি কী ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে? অনেক সময় ছেলেমেয়েদের ভালোভাবে গড়ে তুললেও তারা নষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

إِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ

'তুমি যাকে পছন্দ করো, ইচ্ছে করলেই তাকে সুপথে আনতে পারো না; বরং আল্লাহই যাকে যাকে চান সুপথে আনেন।'[৬]

যাই হোক, একটি শিশু তার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনাটি কখনও ভুলে না, এমনকি অনেক বছর পার হয়ে গেলেও সে মনে রাখে। আমার দাওয়াহ-জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ-জ্ঞান, একদিন সে ঠিকই বলবে—আল্লাহর শপথ! তুমি ঠিক বলেছ। আমি প্রতিরাতে আমার বাবা-মাকে রাতের শেষাংশে উঠে সালাত আদায় করতে দেখতাম। বিষয়টি তাদের অন্তরে গেঁথে যায়, কখনও বিপথগামী হলে একসময় এটা তাদের ভুল পথ থেকে হিদায়াতের দিকে ফিরিয়ে আনে।

উমার ইবনুল খাত্তাব ﵁ তাঁর পুরো পরিবারকে ফজরের আগেই ডেকে ওঠাতেন, তাদের এই আয়াত তিলাওয়াত করে শোনাতেন :

وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

'আপনি আপনার পরিবারের লোকদের সালাতের আদেশ দিন এবং নিজেও এর

[৬] সূরা আল কাসাস, (২৮) : ৫৬ আয়াত।

Scanned by CamScanner

ওপর অবিচল থাকুন।'[৭]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا أَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا كُتِبَا فِي الذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ

'যখন একজন মানুষ তার স্ত্রীকে রাতে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলে এবং একাকী অথবা জামাআতে মাত্র দুই রাকআত সালাত আদায় করে, তবে তাদের যাকিরিনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।'[৮]

সুবহানাল্লাহ! মাত্র দুই রাকআত সালাত আদায় করলেই যাকিরিনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া যায়। যাকিরিন কারা?

সূরা আহযাবে আল্লাহ তাআলা বলছেন,

وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

'আর আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী (যাকিরিন) পুরুষ ও নারীদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।'[৯]

আল্লাহর সান্নিধ্যে রাত অতিবাহিত করা কতই-না চমৎকার! কিন্তু অনেকেই টিভির চ্যানেল পরিবর্তন করতে করতে রাত পার করাকে পছন্দ করে। আবার অনেকে ইন্টারনেট ব্রাউজ করে রাত পার করে দেয়, এভাবে তারা ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়। কেউ মেয়েদের সাথে, কেউ মদের সাথে আবার কেউ কেউ আছে যারা এমন অর্থহীন কাজের মাঝে ডুবে থাকে যেগুলো না হালাল না হারাম। অনেকেই তাদের কানে শয়তানের প্রস্রাব করাকে পছন্দ করে; যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে, যারা রাতের সালাতে ঘুম থেকে ওঠে না, শয়তান তাদের কানে প্রস্রাব করে দেয়। অপরদিকে সত্যিকার অর্থেই আল্লাহকে ভালোবাসে এবং আল্লাহর সান্নিধ্যে রাত অতিবাহিত করা পছন্দ করে, এমন লোক পাওয়া খুবই দুষ্কর।

---

[৭] সূরা ত্ব-হা, (২০) : ১৩২ আয়াত।

[৮] হাদীসটি শাইখ আল-আলবানি ﷺ-এর মতে সহীহ। হাদীসের রাবিগণ *সহীহ বুখারি* ও *সহীহ মুসলিম*-এর রাবির মতো।

[৯] সূরা আল আহযাব, (৩৩) : ৩৫ আয়াত।

Scanned by CamScanner

আল্লাহ তাআলা কাউকে ভালবাসেন কি না, কিংবা কারও ওপর সন্তুষ্ট কি না, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার সবচেয়ে বড় নিদর্শন হচ্ছে—সে ব্যক্তি রাতের সালাত নিয়মিত আদায় করতে পারছে কি না। যদি আপনি নিয়মিতভাবে তাহাজ্জুদ আদায় করতে পারেন, তবে নিশ্চিত থাকুন—আল্লাহর কাছে আপনি মর্যাদাবানদের অন্তর্ভুক্ত। ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তাআলা কোনো ব্যক্তির ওপর কতটুকু সন্তুষ্ট, তা বোঝার সর্বোত্তম উপায় হলো ওই ব্যক্তি নিয়মিতভাবে রাতের সালাত আদায় করতে পারছে কি না। কেবল বিশেষ কিছু বান্দাকেই আল্লাহ ﷻ অন্ধকার রাতের সেই মহামূল্যবান সময় তাঁর সান্নিধ্যে পার করার জন্য কবুল করেন। আল্লাহ ﷻ শুধু তাদেরকেই এই সম্মান প্রদান করেন, যারা এই সম্মান পাবার যোগ্য। আল্লাহ ﷻ ওই সময়ের জন্য কেন পছন্দ করলেন, এটা কি এজন্য যে, সে ব্যক্তি দেখতে কেমন কিংবা তার স্যুট ও টাই আছে অথবা মেয়েটি সুন্দর মেকআপ নিয়েছে? না, এর কোনোটিই নয়। বরং বান্দা আল্লাহর কতটা নৈকট্যশীল, এটা নির্ভর করে বান্দার পাপ ও আমলের ওপর। ব্যাপারটি গুরুত্বের সাথে মনে রাখা দরকার, কেউ যদি বিনয়, নম্রতা, আন্তরিকতা, ভয় ও নিষ্ঠার সাথে রাতে সুন্দরভাবে পবিত্র কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করে, তবে সে আল্লাহর নির্বাচিতদের অন্তর্ভুক্ত হবে। যদি কেউ আল্লাহর কালামে আল্লাহর সঙ্গে কথা বলে আনন্দ অনুভব করে, আল্লাহর বাণী দ্বারা নিজ অন্ধকার ঘরকে আলোকিত করে, তবে বুঝে নিতে হবে : আল্লাহ ﷻ তাঁর এই বান্দাকে ভালবাসেন। আর সে এর যোগ্য ছিল।

(এখন আপনাদের যে কাহিনিটি বলতে চাচ্ছি,) এটা কোনো বানানো গল্প নয়। এক ব্যক্তি ইবরাহীম ইবনু আদহাম ﷺ-এর কাছে এসে বলল, 'আমি তাহাজ্জুদ আদায় করতে চাই, কিয়াম করতে চাই, কিন্তু রাতে উঠতে পারি না, কেন?' হুবহু এমন একটি ঘটনাটি ফুযাইল ইবনু ইয়ায ﷺ-এর নামেও বলা হয়ে থাকে যে, এক লোক ফুযাইল ইবনু ইয়ায ﷺ-কেও এমন প্রশ্ন করেছিল। যাই হোক, ইবরাহীম ইবনু আদহাম ﷺ বললেন, 'তুমি দিনে পাপে লিপ্ত থাকলে রাতের সালাতের জন্য উঠতে পারবে না।'

গভীর রাতে সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোটা এমন এক সম্মান, পাপীরা যা অর্জন করার যোগ্যতা রাখে না। দুজন বিখ্যাত তাবিয়িরও এমন হয়েছিল। সুফইয়ান সাওরি ﷺ বলেন, 'আমার একটি পাপের কারণে আমি লাগাতার পাঁচ মাস তাহাজ্জুদের জন্য উঠতে পারিনি।' সুফইয়ান সাওরি ﷺ-এর জীবনী দেখলে কে বলবে যে, তিনি এমনটা করতে পারেন! ইলম, ইবাদাত ও আখলাকের দিক দিয়ে তিনি একজন অবাক-করা-মানুষ ছিলেন।

Scanned by CamScanner

এক ব্যক্তি হাসান বাসরি ﵀-এর কাছে এসে বলল, 'হে আবূ সাঈদ,[১৩] আমার ঘুম ভালো হয়, কোনো ধরনের দুশ্চিন্তা ও অসুস্থতাও নেই। আমি প্রতিদিন কিয়ামের জন্য বিছানার পাশে পানি প্রস্তুত রাখি কিন্তু কখনও সালাতের জন্য উঠতে পারি না।' হাসান বাসরি ﵀ তাকে বললেন, 'তোমার পাপগুলো তোমাকে বেড়ি পরিয়ে রেখেছে, তোমার দিনের পাপ তোমাকে রাতে উঠতে দিচ্ছে না।' সুতরাং এটাই নিয়ম : দিনের বেলার পাপ একজন মুসলিমকে রাতে তাহাজ্জুদ আদায়ের সম্মানলাভ থেকে বঞ্চিত করে।

আবূ জাফর ﵀ ও আহমাদ ইবনু ইয়াহ্ইয়া ﵀ ছিলেন তাঁদের সময়কার বিখ্যাত আলিম ও আবিদ। তাঁরা দুজন বন্ধু ছিলেন। আবূ জাফর ﵀ বলেন, 'আমি একবার আহমাদ ইবনু ইয়াহ্ইয়াকে দেখতে গেলাম, গিয়ে দেখি আহমাদ কাঁদছে।' বললাম, 'আহমাদ, কাঁদছ কেন?' সে বলল, 'আমি তাহাজ্জুদ আদায় করতে পারিনি।' আমি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, 'আল্লাহ হয়তো চাইছেন তুমি একটু অবসর নাও।' আমি তাঁকে যতই একথা বলে আশ্বস্ত করছিলাম, সে আরও ক্রন্দন করছিল। সে বলল, 'না, বরং আমার একটি গুনাহের কারণে এমনটা হয়েছে।'

কিয়াম হলো আল্লাহর ডাকে সাড়া দেওয়া। এটা কীভাবে সম্ভব, আল্লাহ ﷻ আপনাকে ডাকছেন অথচ আপনি তাঁর ডাকে সাড়া দিচ্ছেন না? কারও স্ত্রী, সন্তান কিংবা প্রিয় মানুষটি যদি তাকে মাঝরাতে ডেকে জিজ্ঞেস করে—তুমি ঠিক আছো তো, তোমার কি কিছু লাগবে? সে তখন বলবে—আমি ঠিক আছি। সবকিছু ঠিক আছে। আমি ঠিক আছি প্রিয়। আমি ঠিক আছি বন্ধু, ঠিক আছি ভাই ইত্যাদি। এসব বলে সে আকর্ষণ অনুভব করবে। আপনার সহকর্মী, অফিসের বস কিংবা কেউ যদি আপনাকে ফোনকল অথবা মেসেজ দিত, আপনি এর উত্তর দিতেন। তারা যে আপনার খোঁজ নিচ্ছে এটা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতেন। তা হলে এটা কীভাবে সম্ভব যে, আল্লাহ তাআলা আপনাকে ডাকছেন, আপনার প্রয়োজনের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছেন কিন্তু আপনি তাঁর ডাকে সাড়া দিচ্ছেন না? নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিদর্শনই সর্বোত্তম নিদর্শন।

আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِذَا كَانَ شَطْرُ اللَّيْلِ نَزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ هَلْ مِنْ سَائِلٍ

Scanned by CamScanner

فَأُعْطِيَهُ هَلْ مِنْ دَاعٍ فَأُسْتَجِيْبُ لَهُ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأُغْفِرُ لَهُ

'আল্লাহ ﷻ প্রতিরাতে রাতের তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকাকালে নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করে ঘোষণা করতে থাকেন—কে আছে এমন, যে আমাকে ডাকবে আর আমি তার ডাকে সাড়া দেবো? কে আছে এমন, যে আমার কাছে চাইবে আর আমি তাকে তা দেবো? কে আছে এমন, যে কিনা আমার কাছে ক্ষমা চাইবে আর আমি তাকে ক্ষমা করব?'[১১]

আল্লাহ ﷻ আমাদের ডাকছেন অথচ সবার আগে আমাদেরই আল্লাহকে প্রয়োজন। আল্লাহ ﷻ জানতে চাচ্ছেন—কার কী প্রয়োজন আছে। অথচ এ সময় মানুষ গভীর ঘুমে নাক ডাকতে থাকে।

তাহাজ্জুদকে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করতে হবে। এটা খুবই জরুরি। বৃদ্ধ বয়সে হাসান ইবনু সালিহ ﷺ-এর একটি দাসী ছিল। তিনি তাকে অন্য একটি পরিবারের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে তাঁর সেই দাসী ফজর হওয়ার আগেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল এবং আস-সালাত আস-সালাত বলে ডাকতে শুরু করল। হাসান ইবনু সালিহ ﷺ তাকে এভাবেই অভ্যস্ত করিয়েছিলেন যে, রাতের শেষ তৃতীয়াংশে ফজর হবার আগেই সে তাঁকে ডেকে তুলত। নতুন পরিবারে তাকে বলা হলো—ফজর হতে এখনও অনেক সময় বাকি আছে, কাজেই ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার আগে আমাদের ডেকো না। দাসীটি জানতে চাইল, 'আপনারা কি কেবল ফজরের সালাতই আদায় করেন, তাহাজ্জুদ পড়েন না?' তারা বলল, 'না।' দাসীটি বলল, 'আমি যেখান থেকে এসেছি সেখানে ফজরের আগ-থেকেই সবাই সালাত আদায় করতে থাকত।' আগের মনিবের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার আগপর্যন্ত সে তাদের নানাভাবে ভোগাতে থাকল। দাসীটি হাসান ইবনু সালিহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে বলল, 'দয়া করে আমাকে ফিরিয়ে আনুন, আপনার কাছে ভিক্ষা মাগছি আমাকে ফিরিয়ে নিন, আপনি আমাকে এমন বাজে লোকদের কাছে বিক্রি করেছেন—যারা কেবল ফরজ সালাত আদায় করে।'

ইবনু উমার ﷺ বলেন, তাহাজ্জুদ ও জোরে তিলাওয়াত করা হলো প্রথম সারির ইবাদাত। আতা খুরাসানি ﷺ তাহাজ্জুদ আদায় করে অন্তরে তৃপ্তি ও প্রশান্তি অনুভব করে বলতেন, 'আমি যে দিন রাতের সালাত আদায় করতে পারতাম না, সেই দিনটি

[১১] *আস-সুন্নাহ* : ১০৮৯; *আশ-শারীআত* : ৭০১; *আন-নুযুল* : ১২।

Scanned by CamScanner

আমার সারা জীবনের সবচেয়ে বাজে দিন হিসেবে কাটত।' তাহাজ্জুদ ছিল তাঁদের জীবন, এজন্যই তাঁরা বাঁচতেন। জনৈক সালাফ কিছুদিনের জন্য রাতের সালাত আদায় করতে না পেরে আল্লাহর কাছে দুআ করলেন, 'হে আল্লাহ! আমাকে রাতের সালাত আদায়ের তাওফিক দিন আর এটা যদি আমার তাকদিরে না লেখা থাকে, তবে আমাকে দুনিয়ার বুক থেকে উঠিয়ে নিন।'

আলি ইবনু বাক্কার ﵀ এবং আবদুল আযীয ইবনু রাওয়াদ ﵀-ও বিভিন্ন সময় এমন করতেন। তাঁরা নিজেদের বিছানাগুলোতে হাত বুলাতেন, অনুভব করতেন আর বলতেন, 'আল্লাহর শপথ! তুমি খুবই উষ্ণ ও আরামদায়ক কিন্তু কসম আল্লাহর আজ রাতে আমি তোমার কাছে ঘেঁষব না, ফজরের আগপর্যন্ত আমি সালাত আদায় করব। তুমি নরম, আরামদায়ক ও সুন্দর কিন্তু জান্নাতের বিছানা এরচেয়ে অনেক অনেক বেশি সুন্দর ও আরামদায়ক।' আল্লাহ ﷻ বলেন,

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿١٦﴾

'তাদের পিঠ বিছানা থেকে পৃথক হয়। ভয় ও আশা নিয়ে তারা তাদের রবকে ডাকে এবং আমি তাদের যে রিযক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে।'[১২]

তারা কি বিশ্রাম ও শয্যাগ্রহণে আগ্রহী? আল্লাহর শপথ! না। তাঁদের পার্শ্বদেশ বিছানার আরাম উপভোগ করতে পারে না। বিছানার চেয়ে বরং আল্লাহর সামনে কিয়ামই তাঁদের কাছে বেশি আরামদায়ক মনে হয়। তাঁরা কি মানুষ নন, তাঁদের কি ক্লান্তি আসে না? হাঁ, তারা আমাদের মতোই রক্তমাংসের মানুষ, তবে তাঁদের সব আশা পরকাল নিয়ে। সময়টা তো আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবার, আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সময় একজনের পার্শ্বদেশ কীভাবে বিশ্রাম নিতে পারে! যখনই আপনার আলসেমি আসবে, সূরা সাজদার এই আয়াতটি পড়ুন :

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿١٦﴾

'তাদের পিঠ থাকে বিছানা থেকে আলাদা, নিজেদের রবকে ডাকে আশংকা ও আকাঙ্ক্ষা-সহকারে এবং যা-কিছু রিযিক আমি তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে

[১২] সূরা আস-সাজদা, (৩২) : ১৬ আয়াত।

Scanned by CamScanner

ব্যয় করে।'[১৩]

ইমাম ইবনু দাকিকুল ঈদ ﵀ এই আয়াত তিলাওয়াত করে বলতেন, 'সূরা সাজদার এই আয়াত পড়ার পরও মানুষ কীভাবে রাতের সালাত আদায় না করে থাকতে পারে! এর পরবর্তী আয়াতেই তো তাহাজ্জুদ-আদায়কারীর পুরস্কার সম্পর্কে বলা হয়েছে!' পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ ﷻ বলেন,

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾

'তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার হিসেবে তাদের জন্য যেসব চোখজুড়ানো বস্তু লুকিয়ে রাখা হয়েছে, তা কেউ জানে না।'[১৪]

আল্লাহ ﷻ তাদের বলছেন, তারা যেমন আল্লাহর জন্য নিজেদের আমল গোপন রেখেছিল, ঠিক তেমনি আল্লাহও তাদের জন্য লুক্কায়িত প্রতিদান রেখেছেন। আল্লাহ ﷻ বলছেন, তারা যে আমল করত তার পুরস্কার হিসেবে তাদের জন্য এমন সব চোখজুড়ানো বস্তু লুকিয়ে রাখা হয়েছে, যা কেউ জানে না।

কী আমল তারা করতেন—কিয়াম ও তাহাজ্জুদ। তাঁরা গোপনে তাহাজ্জুদ আদায় করতেন, এমনকি নিজ স্ত্রীর কাছ থেকেও একে লুকিয়ে রাখতেন। হাস্‌সান ইবনু সিনান ﵀-এর স্ত্রী বলেন, 'আমার স্বামী আমার সাথে কৌশল করতেন, তিনি আমার পাশে ঘুমের ভান করে শুয়ে থাকতেন। বাচ্চাদের সাথে যেমন আমরা কৌশল করি, আমার সাথে অমন করতেন। যেই আমি ঘুমিয়ে পড়তাম, তিনি তখন জেগে উঠতেন। একদিন আমি তাঁকে হাতেনাতে ধরে ফেলি। বলি—হে হাস্‌সান আবূ সিনান! আপনি কেন বিশ্রাম নেন না?' তিনি বললেন, 'তুমি কি চাও আমি বিশ্রাম করি?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, 'আমি চূড়ান্ত বিশ্রামের প্রস্তুতি নিচ্ছি, চূড়ান্ত বিশ্রামের ঘর কবরে তুমি যত ইচ্ছা বিশ্রাম নিতে পারবে।' সারা রাত দাঁড়িয়ে থাকার কারণে সুফইয়ান সাওরি ﵀-এর পা ফুলে যেত। ফলে ফযরের ওয়াক্ত হলে, দেহের রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করার জন্য তিনি দেয়ালের ওপর পা উল্টো করে ভর দিয়ে রাখতেন। আল্লাহ ﷻ বলেছেন,

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾

---

[১৩] সূরা আস-সাজদা, (৩২) : ১৬ আয়াত।

[১৪] সূরা আস-সাজদা, (৩২) : ১৭ আয়াত।

Scanned by CamScanner

'তারা রাতের কম সময়ই ঘুমাত।'[১৫]

মাসরুক ইবনুল আযদা ﵀ সম্পর্কে তাঁর স্ত্রী বলতেন, 'ফজর হবার আগপর্যন্ত তিনি সারা রাত সালাতে থাকতেন। তারপর ফজরের সালাত আদায় করে হামাগুড়ি দিয়ে বিছানায় যেতেন। কারণ, সারা রাত দাঁড়িয়ে সালাত আদায়ের পর তাঁর আর হাঁটার শক্তি থাকত না।' আল্লাহ ﷻ বলেন,

كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ﴿١٧﴾

'তারা রাতের কম সময়ই ঘুমাত।'[১৬]

আল্লাহ তাআলা রাসূল ﷺ-কে কীসের মাধ্যমে মানবজাতির হিদায়াতের গুরুদায়িত্বের জন্য প্রস্তুত করছিলেন? তাঁর ওপর তাহাজ্জুদ ফরজ করার মাধ্যমে আল্লাহ ﷻ তাঁকে প্রস্তুত করেছিলেন। ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় তাহাজ্জুদ তাঁর ওপর ফরয ছিল। যে-কোনো কাজ ও পরিস্থিতিতে সফলতা অর্জনের জন্য রাতে আল্লাহর সাথে আত্মিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে সফলতা অর্জন জরুরি। এ কারণেই মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল ﷺ-কে তাহাজ্জুদের আদেশ করেছিলেন। আল্লাহ ﷻ বলেন,

يَا اَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ﴿١﴾ قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٢﴾ نِّصْفَهٗۤ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ﴿٣﴾

'হে বস্ত্রাবৃত! কিছু সময় ব্যতীত রাত জেগে থাকো; রাতের অর্ধেক অথবা এরচেয়েও একটু কমাও।'[১৭]

কিছু আয়াত পরে আল্লাহ ﷻ আরও বলছেন,

اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْئًا وَّاَقْوَمُ قِيْلًا ﴿٦﴾

'প্রকৃতপক্ষে রাতের বেলা জেগে-ওঠা প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে অনেক বেশি কার্যকর এবং যথাযথভাবে কুরআন পড়ার জন্য উপযুক্ত সময়।'[১৮]

---

[১৫] সূরা আয-যারিয়াত, (৫১) : ১৭ আয়াত।

[১৬] সূরা আয্-যারিয়াত, (৫১) : ১৭ আয়াত।

[১৭] সূরা মুয্যাম্মিল, (৭৩) : ১-৩ আয়াত।

[১৮] সূরা মুয্যাম্মিল, (৭৩) : ৬ আয়াত।

Scanned by CamScanner

মুয়াম্মার ﵀ বলেন, 'আমি সুলাইমান তামিমির পাশে সালাত আদায় করছিলাম, কারণ তাঁর সাথে আমার বিশেষ দরকার ছিল। ইশার সালাতের পর তিনি সুন্নাহ আদায়ের জন্য উঠে দাঁড়ালেন। আমি ভাবলাম তাঁর হয়তো সামান্য সময় লাগবে, কাজেই আমি তাঁর পাশে বসে পড়ি। তিনি সূরা মুলক তিলাওয়াত করতে করতে এই আয়াতে পৌঁছুলেন,

فَلَمَّا رَاَوْهُ زُلْفَةً سِيْٓـَٔتْ وُجُوْهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقِيْلَ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَدَّعُوْنَ ۝

'যখন তারা সেই প্রতিশ্রুতিকে আসন্ন দেখবে, তখন কাফিরদের মুখমণ্ডল মলিন হয়ে পড়বে আর বলা হবে—তোমরা তো এটাই চাচ্ছিলে।'[১৯]

আয়াতটি বারবার তিলাওয়াত করছিলেন। আমি মাসজিদের বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলাম, আমি তাঁর সাথে বাইরে দাঁড়িয়েই কথা বলব ভেবেছিলাম। তিনি মাসজিদের ভেতর তখনও ওই আয়াতের পুনরাবৃত্তি করেই যাচ্ছেন আর আমি শুনতে পাচ্ছিলাম। তাই আমি ঠিক করলাম ফজরের আগে এসে তাঁর সাথে কথা বলব। আল্লাহর শপথ! আমি ফজরের আগমুহূর্তে সেখানে গিয়ে দেখি তিনি আগের মতোই দাঁড়িয়ে সেই আয়াত বারবার তিলাওয়াত করে যাচ্ছেন।' দেখুন, তাঁরা আল্লাহর আয়াত নিয়ে কীভাবে গভীর চিন্তাভাবনা করতেন।

রাতের সালাত আদায়কারীদের মাঝে জান্নাতি সুখ ও চেহারায় নূর পরিলক্ষিত হবার কারণ সম্পর্কে হাসান বাসরি ﵀ বলেন,

خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره

'যারা আল্লাহর সাথে নির্জনে সময় কাটায়, আল্লাহ তাদেরকে তাঁর নূর দ্বারা আচ্ছাদিত করে নেন।'

তাঁরা রাতের গভীর অন্ধকারে আল্লাহর সাথে নির্জনে সময় কাটিয়ে থাকেন, তাই আল্লাহ ﷻ তাদের ওপর কিছু নূর ঢেলে দেন। তাঁদের চেহারায় নূর দেখা যায়। জান্নাতে যাবার পথে পুলসিরাত তাদের জন্য কিয়ামের নূরে আলোকিত হয়ে উঠবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তাহাজ্জুদ আদায়কারীদের জন্য জান্নাতে বিশেষ কক্ষ ও প্রাসাদ নির্ধারিত থাকবে। আল্লাহর সাথে নির্জনে একাকী সময় কাটানোর চেয়ে উত্তম

[১৯] সূরা মুলক, (৬৭) : ২৭ আয়াত।

Scanned by CamScanner

মুহূর্ত যদি আর কিছুই না হয়ে থাকে, তবে তো ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদ আদায় করতে পারাটাই স্বয়ং বিনিময় হিসেবে বান্দার জন্য যথেষ্ট।

একটা সময়ে ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে যায়, রাতের অন্ধকার নেমে আসে, প্রত্যেকে তার পরিবারের সাথে একান্তে সময় কাটায়। ফুযাইল ইবনু ইয়ায ﵀ বলেন, 'ভালোবাসার মানুষের পরস্পর কাছে আসার এটাই তো উপযুক্ত সময়। আর আমি এ সময়টাতে আমার সবচেয়ে প্রিয় আল্লাহর বন্দেগিতে একাকী মুহূর্ত পার করি।' খুব অল্পসংখ্যক মানুষই আল্লাহর ইবাদাতে রাত পার করে। রাত নেমে এলে বিছানা প্রস্তুত করা হয়। ভালোবাসার মানুষ পরস্পর কাছাকাছি আসে। নেককার লোকেরা উঠে দাঁড়ান। তাঁদের প্রিয় সত্তা আল্লাহর সামনে রুকূ ও সাজদাবনত হন। এখানে যদি কোনো প্রেসিডেন্ট, রাজা কিংবা উচ্চপদস্থ ব্যক্তি থাকত, তা হলে তো মানুষজন তার সাথে দেখা করার জন্য প্রস্তুতি নিত, আন্তরিক হতো; অথচ মানুষজন প্রতিরাতে মহা-সম্মানিত আল্লাহর সাথে বিশেষ সাক্ষাতের সময় ঘুমিয়ে কাটায়। ধিক তার প্রতি, আল্লাহ তাকে ডাকছেন অথচ সে ঘুমাচ্ছে।

একবার ফুযাইল ইবনু ইয়ায ﵀ হুসাইন ইবনু যিয়াদ ﵀-কে একসাথে হাঁটার প্রস্তাব করেন। হাঁটতে হাঁটতে তিনি তাঁকে এক বিস্ময়কর ও আশ্চর্যজনক বিষয় বলেন। তিনি বলেন, 'আল্লাহ প্রতি রাতে পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করে বলেন—মিথ্যাবাদী তো ওই ব্যক্তি, যে কিনা আমাকে ভালবাসে বলে দাবি করে; অথচ যখন রাত আসে, সে আমাকে দূরে সরিয়ে ঘুমে বিভোর থাকে।'[২০]

বিষয়টা কল্পনা করুন, কেউ যদি কাউকে ভালোবাসে তবে সে কি তার সাথে দীর্ঘসময় একাকী কাটাতে চাইবে না? ইমাম ইবনুল জাওযি ﵀ এটা পড়ে বলেন, 'তাহাজ্জুদ আদায়কারীগণ যদি ফুযাইল ইবনু ইয়াযের এই কঠোর তিরস্কার শুনতে পেতো, তবে তাদের চোখের পাতাগুলো ঘুমে আর এক না হওয়ার শপথ নিত।'

বেশি সময় দেওয়া নিয়ে স্বামীরা স্ত্রীদের সাথে ঝগড়াঝাঁটি করে, স্ত্রী চায় স্বামীর সাথে বেশিক্ষণ সময় কাটাতে। বন্ধুদের মাঝে ঝগড়াবিবাদ লেগে থাকে, কেন একজন আরেকজনকে দেখতে আসে না, সময় দেয় না। কিন্তু আল্লাহকে সময় দিতে

---

[২০] এ বর্ণনাটি আদ-দায়নুরির *'আল-মাজালাসাহ'*, ইবনু কুতাইবাহর *'উয়ুনুল আখবার'* এবং আবদুল হাক আশবিলির বিখ্যাত বই *'আত-তাহাজ্জুদ'*-এ পাওয়া যায়। এটা যে হাদীস নয় তা বহুসংখ্যক আলিম তাঁদের কিতাবে উল্লেখ করেছেন, কিছু ছোট রিসালাহ'য় আমি তা দেখেছিও। এটি হাদীসে কুদসিও নয়। আমি যাচাই করে দেখেছি কোনো হাদীসগ্রন্থেই এটা পাওয়া যায় না, এর কোনো ভিত্তিই নেই। আর এর বর্ণনাশব্দ ফুযাইল ইবনু ইয়ায ﵀-এর নিজস্ব, বোঝানোর স্বার্থে তিনি এভাবে বলতে চেয়েছেন।-লেখক

Scanned by CamScanner

কেউ আগ্রহী নয়। এজন্য তো আমাদের লজ্জা পাওয়া উচিত।

একবার এক মহিলা বিখ্যাত ইমাম আওযায়ি ﵀-এর স্ত্রীর সাথে দেখা করতে গেলেন। তিনি বসলেন, দেখলেন বাচ্চারা খেলা করছে। মহিলাটি আওযায়ি ﵀-এর ইবাদাতের স্থান দেখতে পেয়ে তাঁর স্ত্রীকে বললেন, 'সালাতের স্থান থেকে বাচ্চাদের প্রস্রাব পরিস্কার করুন, যেন তাঁর সালাত বরবাদ না হয়ে যায়।' তাঁর স্ত্রী বললেন, 'আল্লাহর শপথ! এটা প্রস্রাব নয়, এ তো প্রতিরাতে তাঁর কান্নার পানি, যার ফলে ওখানে এমন পানি জমে আছে।'

বান্দার মৃত্যুর সাথে সাথে তার আমলের খাতা বন্ধ হয়ে যায়। আল-ইসরা ওয়াল মিরাজের হাদীস থেকে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ আসমানে আরোহণ করে মূসা ﵇-কে সালাতরত অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি সালাত আদায় করছিলেন, কারণ সালাত আনন্দদায়ক। মৃত্যুর পর কবরে ফেরেশতারা (মুনকার ও নাকির) যখন একজনকে প্রশ্ন করার জন্য ঘুম থেকে জাগিয়ে বলবেন, 'তোমার রব কে?' এক বর্ণনায় এসেছে সে তখন বলবে, তাকে যেন সালাত আদায় করতে দেওয়া হয়। ফেরেশতাগণ তাকে বলবেন, আচ্ছা সে সালাত আদায় করতে পারবে, তবে এর আগে তাদের তিনটি প্রশ্ন করতে দিতে হবে। সালাত তার কাছে এতই আনন্দদায়ক যে, সে সালাত আদায় করতে চাইবে। আমলের জন্য নয় বরং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করতে পারাটাই তার জন্য অত্যন্ত আনন্দদায়ক। তাঁরা আল্লাহকে সত্যিকার অর্থেই ভালোবেসেছিলেন।

রাতের বেলা (কিয়াম ও তাহাজ্জুদ আদায়ের) ব্যর্থতা দিনের বেলায় দুনিয়াবি কাজের ব্যর্থতার কারণ। একে মূল কারণ হিসেব নিতে হবে। আপনার ঈমান স্থবির হয়ে পড়লে তাহাজ্জুদের মাধ্যমে ঈমান মজবুত করুন। আপনার যদি নফসের সাথে যুদ্ধ চলে, তবে কিয়ামের জন্য উঠুন। আপনার পাপ আপনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে, তবে তাহাজ্জুদই ভরসা। পার্থিব জীবনে নানা দুর্দশা ও পরীক্ষার সম্মুখীন হচ্ছেন, তবে তাহাজ্জুদই আপনার আশ্রয়স্থল। আপনি ইলম হাসিল করছেন, তাও তাহাজ্জুদই ভরসা।

ইবরাহীম ইবনু শাম্মাস ﵀ বলেন, 'আল্লাহর শপথ! আমি আহমাদ ইবনু হাম্বলকে তাঁর শৈশব থেকে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত কখনোই কিয়াম ছাড়তে দেখিনি।' এঁরাই মানুষ, এঁরাই হলেন কিংবদন্তি। রাতের তাহাজ্জুদ আপনাকে একটি সমৃদ্ধ ও সাফল্যপূর্ণ দিন উপহার দেবে। তাহাজ্জুদ আপনার চেহারায় উজ্জ্বলতা ও দীপ্তি এনে দেবে। তাহাজ্জুদ আপনার,

Scanned by CamScanner

আপনার স্ত্রী ও সন্তানদেরর জীবনকে সৌভাগ্যশীল করে তুলবে। হাশরের দিনে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হতে চাইলে তাহাজ্জুদ পড়ুন। জান্নাতুল ফিরদাউস পেতে চাইলে তাহাজ্জুদের জন্য উঠুন। দুনিয়াবি বিষয়ের জটিলতা থেকে মুক্তি চাচ্ছেন, তো তাহাজ্জুদের জন্য উঠুন। আল্লাহর শপথ! এমনকি তাহাজ্জুদের আলোচনা করা এবং এজন্য সবাইকে উৎসাহ প্রদানের ক্ষেত্রে আমাদের লজ্জিত হওয়া উচিত, কারণ এর পুরোটাই তো নিজ কল্যাণের জন্য।

আপনি যদি প্রকৃত-অর্থেই আল্লাহকে ভালোবাসেন, তবে তাহাজ্জুদের জন্য উঠুন। আপনি যদি আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করতে চান, যাতে আল্লাহ আপনার নিয়ামাত আরও বাড়িয়ে দেন, তবে তাহাজ্জুদের জন্য উঠুন। আপনার জীবনের কিছু অংশ কেবল আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট করুন। আপনি নিজের জন্যে, আপনার পরিবার ও কাজের পেছনে জীবনের একটা অংশ দিচ্ছেন। প্রত্যেকেই প্রাত্যহিক জীবনে কলেজ-ভার্সিটি, নানা সামাজিক কর্মকাণ্ড, অবসর সময়-যাপন, বিশ্রাম ও আরাম আয়েশ ইত্যাদির পেছনে জীবনের একটা অংশ ব্যয় করে থাকে। আমরা আমাদের জীবনের একটা অংশ আল্লাহকে দেবো, আল্লাহ কি এটা চাইতে পারেন না? সবকিছুর আগে কি আল্লাহকেই প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত নয়? এখন থেকেই সিদ্ধান্ত নিন, এই মুহূর্ত থেকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হোন। শপথ নিন—আমি আজ থেকেই তাহাজ্জুদ আদায় করব। আজ রাত থেকেই শুরু করে দিন।

ক্ষণিকের বিশাল কিছুর চেয়েও ওই ক্ষুদ্র জিনিসের মূল্য অনেক বেশি, যা আপনার সারা জীবনের সঙ্গী হয়ে থাকবে। মাত্র দুই রাকআত দিয়ে শুরু করুন। অন্ততপক্ষে দুই রাকআত তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করুন। কারও যদি কোনো জরুরি মিটিং কিংবা চাকরির সাক্ষাৎকার বা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকে, তো রাতে সে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে যেন পরদিন সেখানে যেতে পারে। কিন্তু তাহাজ্জুদের জন্য উঠতে হবে বলে কি কেউ আগেভাগেই ঘুমিয়ে পড়ে? না, তারা এটা করতে চায় না বরং অবহেলা করে। তারা কীভাবে বলে যে এটা তো কেবল সুন্নাহ মাত্র! অথচ চাকরির ইন্টারভিউয়ের ক্ষেত্রে ঠিকই তারা একে ফরজ জ্ঞান করে! আপনার জন্য প্রতিদিনই আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎকার এবং পরীক্ষা রয়েছে, সুতরাং উঠুন। উঠব উঠব করে শয়তানকে আপনার ওপর বিজয়ী হতে দেবেন না। আজকে এই মুহূর্ত থেকেই আপনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হোন। আমাদের সালাফদের কাছে তাহাজ্জুদ এতটাই জরুরি ছিল যে, যদি কোনোভাবে তা ছুটে যেত, তাঁরা এর কাযা আদায় করে নিতেন। হৃদয় বিগলিত করার জন্য, কুরআনের আয়াতগুলো গভীরভাবে উপলব্ধি করার জন্য

Scanned by CamScanner

রাতের অন্ধকারে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে আয়াতের তিলাওয়াত করা এবং আল্লাহ, তাঁর শক্তি, গুণাবলি ও নিদর্শন নিয়ে চিন্তাভাবনা করার চেয়ে উত্তম আর কিছু নেই।

এটা নির্দ্বিধায় বলা যায়, এই উম্মাহর মাঝে এমন একজন শহীদ কিংবা হকপন্থী আলিমও পাওয়া যাবে না যিনি রাতে ঘুম থেকে ওঠেননি, তাহাজ্জুদ আদায় করেননি। আজকের তথাকথিত মূর্খ আলিমরা উম্মাহকে ভ্রষ্টতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। কারণ, তারা কোনোদিনই ইবনু তাইমিয়্যা ﵀ কিংবা ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল ﵀-এর মতো রাতের গভীরে সাজদায় অবনত হয়ে আল্লাহর দরবারে সঠিক পথের দিশা চায়নি। আল্লাহর দরবারে রাতে সাজদায় কাটানো ব্যক্তি দিনের বেলায় কখনও কাফিরদের সন্তুষ্ট করতে পারে না, কিংবা আকীদার যে-বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই, সে বিষয়ে উম্মাহকে গোমরাহ করতে পারে না। তাহাজ্জুদের কারণে আল্লাহ ﷻ সাহাবিদের প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ ﷻ বলেন,

تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا ...

'আপনি তাদের রুকূ ও সাজদারত দেখবেন...।'[২১]

এটি এমন এক পাঠশালা, যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবিদের শিক্ষা দিয়েছিলেন। আল্লাহ ﷻ বলেন,

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ...

'হে নবি! তোমার রব জানেন যে, তুমি কোন সময় রাতের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, কোন সময় অর্ধাংশ এবং কোন সময় এক-তৃতীয়াংশ সময় ইবাদাতে দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দাও। তোমার সঙ্গি একদল লোকও এ কাজ করে।'[২২]

কিয়ামের কারণে কুরআনের বহু জায়গায় আল্লাহ ﷻ সাহাবিদের প্রশংসা করেছেন। তাঁদের বাচ্চারাও এর ওপর আমল করত। ইবনু আব্বাস ﵄ ও বাচ্চা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করতেন। তাহাজ্জুদ হলো মুমিনের সম্মান। প্রাচীন শিক্ষিত কোনো আরবকে গিয়ে যদি বলা হয় যে, তোমার কোনো সম্মান নেই, তবে রক্তপাত হয়ে যাবে। আর যদি কাউকে বলা হয়—তুমি

[২১] সূরা ফাতহ, (৪৮) : ২৯ আয়াত।

[২২] সূরা মুয্যাম্মিল, (৭৩) : ২০ আয়াত।

Scanned by CamScanner

যদি তাহাজ্জুদ না পড়ো, তবে তোমার কোনো সম্মান নেই—তা হলে এটা হয়তো বাড়াবাড়ি মনে হতে পারে। কিন্তু এটা বলা দোষের হবে না, কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুমিনের সম্মান তাহাজ্জুদে। জাবির ইবনু আবদিল্লাহ, সাহল ইবনু সাদ এবং আবূ হুরায়রা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

شَرَفُ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ

'মুমিনের সম্মান হলো তাহাজ্জুদ।'[২৩]

এমন কে আছে, যে এগুলো জানার পরও আল্লাহর সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করতে চাইবে না? কে আছে, যে এগুলো জানার পরও আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়তে চাইবে না? কে আছে, এমন যে আল্লাহর কাছে তার অভিযোগ পেশ করতে চাইবে না? রাতের অন্ধকারে সিজদাহয় বান্দা আল্লাহর সাথে একাকী মুহূর্ত কাটায়, তখন আল্লাহ ছাড়া কেউই তাকে দেখে না। এটাই বান্দার মুনাফিক না হবার আলামত। কাতাদা ﷺ বলেন, তাহাজ্জুদ আদায়কারী ব্যক্তি কখনও মুনাফিক হতে পারে না। রাতের তাহাজ্জুদ একজন বান্দার লক্ষ্য অর্জনের পথে দিনের অন্যান্য যে-কোনো কাজকর্ম বা চেষ্টার চেয়ে বেশি কার্যকর। রাতের বেলার তাহাজ্জুদ আপনার দিনকে সাফল্যমণ্ডিত ও সমৃদ্ধ করে, কিয়াম ছাড়া যেটা কখনওই পেতেন না; এমনকি দুনিয়াবি প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও এ কথাই সত্য।

আপনি কি বিচারদিবসে দাঁড়ানোর সময়কে কমিয়ে আনতে চান—যে দিনটি পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান? তবে আজ রাতেই দাঁড়ান, আল্লাহও আপনার ওই দাঁড়ানোটা কমিয়ে আনবেন। ইশা থেকে ফজরের আগপর্যন্ত যে-কোনো সময়েই আপনি কিয়াম করতে পারেন। কিছু মানুষ বাড়িতে ফিরে ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা, এমনকি সারা রাত টিভি কিংবা ইন্টারনেটে ব্রাউজিং-এ সময় নষ্ট করে আর তাহাজ্জুদ ছেড়ে দেয়ার পক্ষে হাজারটা অজুহাত দাঁড় করায়। তাদের সেসব অহেতুক কাজের কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে বলে, তার ভালো লাগে বলে তা করে। স্ত্রীর সাথে একা সময় কাটানো আপনাকে আনন্দ দেয়, বন্ধুদের সাথে অলস সময় কাটানো আপনাকে আনন্দ ও প্রশান্তি দেয়। এর কারণ, তাদের সঙ্গ আপনি উপভোগ করেন। বন্ধু চলে যেতে চাইলে বলেন—একটু বসো, আমি তোমার সঙ্গ উপভোগ করছি, পারলে আরও কিছুক্ষণ বসে যাও। কেউ যদি আল্লাহর সাথে রাতের বেলা নির্জনে, একাকী

[২৩] *মুস্তাদরাক আল-হাকিম*: ৭৯২১; *মুজাম আল-আওসাত*: ৪২৭৮; *মাজমা আয-যাওয়ায়িদ*: ৩৫২৯, শাইখ আলবানি ﷺ তাঁর *'সহীহুত তারগিব ওয়াত তারহিব'*-গ্রন্থে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

Scanned by CamScanner

সময় কাটানোকে উপভোগ না করে, তা হলে কীভাবে বলা যাবে সে ব্যক্তি আল্লাহকে ভালোবাসে?

মানুষ নিজেদের দুঃখ-দুর্দশার কথা অন্যকে বলে বেড়ায়, অথচ রাতের শেষ তৃতীয়াংশে আল্লাহ ﷻ মানুষের কাছে তাদের নিজ নিজ প্রয়োজন সম্পর্কে জানতে চান। মানুষ আশ্বাস পাবার জন্য মানুষের ওপর আশা করে। অথচ আল্লাহ ﷻ কি তাকে এই আশ্বাস দেননি যে, বান্দা যখন তাঁকে ডাকে তিনি তাতে সাড়া দেবেন? উম্মাহর দাবি যে, তারা আল্লাহকে ভালোবাসে, আল্লাহর ওপর কীভাবে ভরসা করতে হয় জানে। তারা বিভিন্ন ফেসবুক পোস্টে লাইক, 'আই লাভ আল্লাহ' ইত্যাদি কমেন্ট এবং গাড়ির বাম্পারে এ ধরনের বিভিন্ন স্টিকার লাগায়। ঠিক এই মুহূর্ত থেকেই শপথ করুন, কোনো অবস্থাতেই আপনি আর তাহাজ্জুদ পড়া বাদ দেবেন না। ইন্টারনেট, টেলিভিশন, আড্ডা এগুলো কিছু সময়ের জন্য বন্ধ রাখুন। ইশা ও ফজরের মধ্যবর্তী যে-কোনো সময়ে দুই রাকআত সালাত আদায়ের মাধ্যমে শুরু করুন। হয়তো কিছুদিন বা কয়েক সপ্তাহ কিংবা কয়েক মাস পরেই আপনার মনে হতে থাকবে, আমি একে ফজরের আগমুহূর্তে আদায় করব। আরও সময় গড়াবে আর আপনার মাঝে এই অনুভূতি আসবে যে, কেবল দুই রাকআতই যথেষ্ট নয়। আপনি ধীরে ধীরে চার রাকআত, তারপর এভাবে পুরো আট রাকআত পড়া শুরু করে দেবেন। এরপর আপনি নিজেকে বলবেন, আমি এর সাথে আরও বেশি যুক্ত ককরতে চাই। আপনি বলবেন, আপনি যে-দুটো সূরা পড়ছেন—সূরা ইখলাস ও নাস—অতটা দীর্ঘ নয়, আপনি এর চাইতে আরও বড় সূরা পড়তে চাইবেন। এভাবে আপনি একদিন একে উপভোগ করতে শুরু করবেন। এটা হলো আল্লাহর সাথে আপনার চুক্তি ও ব্যবসায়িক লেনদেন।

মদীনার বিখ্যাত আলিম আমার বাবার সহপাঠী শাইখ মুখতার শানকিতি ﵀ আমার উস্তাদ ছিলেন। অনেকেই এটা জানে না যে, শাইখ মুখতার শানকিতি ﵀-এর বাবাও মদীনার একজন বড় আলিম ছিলেন। তিনি আশি বছরের মাঝামাঝি বয়সে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বাবা ছিলেন আমার বাবার শিক্ষক আর তাঁর ছেলে[২৪] ছিলেন আমার বাবার সহপাঠী, বিশ্ববিদ্যালয়ের একই ক্লাসরুমে সহপাঠী ছিলেন তাঁরা। আমার বাবা বলেন, একবার কেউ একজন তাঁকে ক্লাসের বাইরে বের করে দিয়েছিল। তিনি ইশার সালাত আদায় করলেন এবং কুরআনের একেবারে শুরু থেকে পড়া শুরু করলেন। তিনি যখন সূরা ইখলাস ও নাস তিলাওয়াত করছিলেন, তখন মদীনা থেকে ফজরের আযানের ধ্বনি ভেসে আসছিল। অর্থাৎ তিনি মাত্র এক রাতে সম্পূর্ণ কুরআন খতম

[২৪] শাইখ মুখতার শানকিতি ﵀

Scanned by CamScanner

দিয়েছিলেন। আল্লাহর শপথ! এটা অসম্ভব কিছু নয়। আপনারা তাহাজ্জুদ আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহকে বিস্মিত ও অভিভূত করে দিন। মাত্র দুই রাকআত আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহকে বিস্মিত করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

عَجِبَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رَجُلَيْنِ رَجُلٍ ثَارَ عَنْ وِطَائِهِ وَلِحَافِهِ مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ وَحَبِّهِ إِلَى صَلَاتِهِ فَيَقُوْلُ رَبُّنَا أَيَا مَلَائِكَتِيْ انْظُرُوْا إِلَى عَبْدِيْ ثَارَ مِنْ فِرَاشِهِ وَوِطَائِهِ وَمِنْ بَيْنِ حَبِّهِ وَأَهْلِهِ إِلَى صَلَاتِهِ رَغْبَةً فِيْمَا عِنْدِيْ وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِيْ

'আল্লাহ দুই ধরনের মানুষের ব্যাপারে অবাক হন। এক ধরনের মানুষ হলো ওই ব্যক্তি, যে নরম বিছানা, কম্বল ছেড়ে পরিবার-পরিজনের মধ্য থেকে সালাতে মনোনিবেশ করে। তখন আমাদের রব বলেন—হে আমার ফেরশতারা! আমার এই বান্দাকে দেখো, সে তার প্রিয় মানুষের সঙ্গ পরিত্যাগ করে আরামের বিছানা ও কম্বল ছেড়ে আমার পুরস্কারের প্রতি আগ্রহী হয়ে ও আমার শাস্তির ভয়ে সালাতে মনোনিবেশ করেছে।'[২৫]

আল্লাহ ﷻ বলেন, عَجِبَ رَبُّنَا—আল্লাহ অবাক হন। এটি আল্লাহর একটি সিফাত, যার ধরন কেবল আল্লাহর জন্যই মানানসই। আল্লাহ ﷻ এর মাধ্যমে বান্দাকে উৎসাহ দিচ্ছেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ﷻ আগ থেকেই জানেন যে আপনি উঠবেন কি উঠবেন না, কিন্তু এরপরও তিনি আপনাকে এ ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করছেন এবং ফেরেশতাদের কাছে আপনার পক্ষে কথা বলেন।

আবূ হাজিম ﵀ বলেছেন, 'আমরা এমন মানুষদের সময়কাল পেয়েছি, যারা ইবাদাতে এমন সীমার ওপর ছিলেন, যার ওপর আর ইবাদাত হতে পারে না।' অর্থাৎ যদি সাহাবা, তাবিয়িদের নতুন কোনো আমলের কথা বলা হতো, তা হলে তাঁরা তাদের নিয়মিত আমলের সাথে একে মেলাতে পারতেন না। কারণ, তাঁদের জিন্দেগির পুরোটা সময়ই ইবাদাতে পূর্ণ ছিল, সারা রাতই ছিল সালাতের জন্য।

তাহাজ্জুদের মাধ্যমেই সালাফরা বিজয়ে পেতেন। জাফর ইবনু যায়িদ ﵀ বলেন, 'আমি একটি বাহিনীর সাথে কাবুল গিয়েছিলাম, আমাদের মাঝে সিলাহ ইবনু আইশাম আদাবি নামে একজন ইবাদাতগুজার সৈনিক ছিল। আমরা রাতের বেলা এক জায়গায় তাবু খাটালাম। সবাই ঘুমিয়ে পড়লে সে কাছের এক জঙ্গলের দিকে

[২৫] *মুসনাদু আহমাদ* : ৩৯৪৯; *মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবাহ* : ১৯৭৪৮; *মিশকাতুল মাসাবিহ* : ১২৫১। শাইখ আলবানি ﵀ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

Scanned by CamScanner

চলে গেল। আমি ধীরগতিতে তার অনুসরণ করতে লাগলাম। সে ওযু করে সালাতে দাঁড়িয়ে গেল আর ঠিক সেই মুহূর্তে একটি সিংহ তার দিকে এগিয়ে এলো। আমি তাঁর পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। সিংহের গর্জন শুনে আমি ভয়ে লাফ দিয়ে গাছে উঠে পড়ি। আল্লাহর শপথ! সে একবারও তাকাল না কিংবা নড়াচড়াও করল না; সে সালাত আদায় করে যেতে লাগল। সে যখন সাজদায় গেল, আমি ভাবলাম, এই বুঝি সিংহটা তাকে খেয়ে ফেলবে। সিংহটা তাকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছিল। সিলাহ তাঁর সালাত শেষ করে সিংহের দিকে তাকিয়ে বলল, 'যাও, অন্য কোথাও গিয়ে তোমার রিযিক ও খাবারের খোঁজ করো।' আমি দেখলাম, সিংহটি বিকট তর্জন-গর্জন করে ওখান থেকে চলে গেল। সিংহটি এত জোরে গর্জন করছিল, যেন তা চারপাশের পাহাড়কেও কাঁপিয়ে দেবে। আমি ভয় পেয়েছিলাম। ফজরের ঠিক আগমুহূর্তে সিলাহ তার ক্যাম্পে ফিরে গিয়ে এমনভাবে ঘুমিয়ে পড়ল যেন ও সে ওভাবেই ঘুমাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পর তারা তাকে ফজরের জন্য ডাকতে লাগল। সে চাইল না কেউ জানুক যে, রাতটা তার সালাতের মধ্যেই কেটেছে। সবাই মনে করল সে সারা রাত ঘুমিয়ে কাটিয়েছে।'

সিয়ারু আলামিন নুবালা-সহ আরও কিছু কিতাবে নিচের ঘটনাটি পাওয়া যায়। আমর ইবনু উতবাহ ইবনু ফারকাদ নামে একজন ব্যক্তি ছিলেন, যার সাথেও প্রায় সিলাহর মতো ঘটনা ঘটেছিল। তাঁকে সবাই ভালোবাসত, তিনি ছিলেন তাদের নিরাপত্তারক্ষীর মতো, কারণ তিনি সারা রাত ইবাদাতে কাটিয়ে দিতেন। একদিন এক সিংহ এসে দাঁড়াল, কিন্তু তিনি সালাত বন্ধ করলেন না। তারা তাঁকে বলল, 'তুমি কি সিংহকে ভয় পাওনি?' তিনি বলেছিলেন, 'আমি তখন দীনহীন অবস্থায় আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম আর আমি আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে অন্য কিছুকে ভয় করব, এটা ভেবে খুবই লজ্জা লাগছিল।' সাঈদ ইবনু মূসাইয়িব ﵀-এর জীবনী পড়ে জানা যায়, তিনি পঞ্চাশ বছর যাবৎ একই ওযুতে ইশা ও ফজরের সালাত আদায় করেছেন, অর্থাৎ তিনি সারা রাত ইবাদাত-বন্দেগিতে পার করেছেন।

সাবিত বানানি ﵀ বলেন, কিয়ামুল লাইল ও নফল সাওম পালন না করা পর্যন্ত কোনো ব্যক্তিকে ইবাদাতগুজার বলা যাবে না। তাঁদের মাঝে এই বৈশিষ্ট্যগুলো থাকতে হবে, কারণ এগুলোর মাধ্যমেই বান্দার আন্তরিকতা, ত্যাগ ও নিজের নফসকে বিসর্জন দেবার প্রমাণ মেলে। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, আল্লাহ ﷻ যেন আমাদের তাঁর সেসব বান্দার মাঝে কবুল করেন, যারা ঈমান ও ইখলাসের সাথে তাহাজ্জুদ আদায় করেন।

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner